সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৭৯
WEEKLY BOOKLET:179

ধৈর্যশীল বৃদ্ধ

ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ

ধৈর্যের প্রকারভেদ ও বিধান

একটি কাঁটার কারণে ধৈর্যধারনের প্রতিদান

মৃত্যুর দোয়া করা কেমন?

জানশীনে আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত মাওলানা ওবাইদ রযা আত্তারী মাদানী مدظلہ العالی এই বয়ান ১৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪২ হিঃ মোতাবেক ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ ইং দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় প্রদান করেন।

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ধৈর্যশীল বৃদ্ধ

আত্তারের দোয়া: হে **মুস্তফার প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই **“ধৈর্যশীল বৃদ্ধ”** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে বিপদে ধৈর্যধারন করার তৌফিক দান করো, তাকে পুলসিরাত নিরাপত্তা সহকারে অতিক্রম করাও এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এরূপ বললো: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে গেলো। (মু'জাম কবীর, ৫/২৫, হাদীস ৪৪৮০)

ফরমাঙ্গে জিস ওয়াক্ত গোলামো কি শাফায়াত
মে ভি হোঁ গোলাম আ'প কা মুঝ কো না ভূলানা
ফরমা কে শাফায়াত মেরী এ্যয় শাফেয়ে মাহশর!
দোযখ সে বাঁচা কর মুঝে জান্নাত মে বাসানা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু আমর আব্দুর রহমান বিন আমর আওযায়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমাকে একজন বুযুর্গ এই ঘটনাটি শুনিয়েছেন যে, আমি আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর সন্ধানে বিভিন্ন মরুভূমি, পাহাড় ও জঙ্গলে ঘুরতাম, যাতে তাঁদের সংস্পর্শ দ্বারা ফয়েয লাভ করতে পারি। একবার আমি এই উদ্দেশ্যে মিসর গেলাম, যখন আমি মিসরের নিকটে পৌঁছলাম তখন নির্জন স্থানে একটি তাঁবু দেখলাম, যেখানে একজন এমন ব্যক্তি ছিলো, যাতে এমন এক ব্যক্তি ছিলো, যাঁর হাত, পা, চোখ (কুষ্ট রোগের) কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু এই অবস্থায়ও সেই **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দা এই শব্দাবলী দ্বারা আপন **প্রতিপালকের** হামদ ও সানা পাঠ করছিলেন: হে আমার **পালনকর্তা**! আমি তোমার ঐ প্রশংসা করছি, যা তোমার সকল সৃষ্টির প্রশংসার সমান হয়। হে আমার **পালনকর্তা**! নিশ্চয় তুমি সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং তুমিই সকলের উপর ফযীলত রাখো, আমি তোমার প্রদত্ত নেয়ামতের জন্য প্রশংসা করছি যে, তুমি আমাকে তোমার সৃষ্টির মধ্যে অনেক মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছ!”

ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন আমি সেই ব্যক্তির এই অবস্থা দেখি তখন বললাম: **আল্লাহ**র শপথ! আমি সেই ব্যক্তির নিকট এটা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো যে, **আল্লাহ পাকে**র প্রশংসার এই মুবারক বাক্যগুলো কি আপনাকে শিখানো হয়েছে নাকি **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে আপনার অন্তরে প্রদান করা হয়েছে? সুতরাং সেই উদ্দেশ্যে আমি তাঁর নিকট গেলাম আর তাঁকে সালাম করলাম, তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন। আমি বললাম: হে নেককার বান্দা! আমি আপনার নিকট একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনি কি আমাকে উত্তর দিবেন? তিনি বললেন: যদি আমার জানা থাকে তবে اِنْ شَآءَ الله অবশ্যই উত্তর দিবো। আমি বললাম: এমন কি নেয়ামত যার জন্য আপনি **আল্লাহ পাকে**র প্রশংসা করছেন এবং এমন কোন ফযীলত যার জন্য আপনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন? (অথচ আপনার হাত, পা ও চোখ সবই তো নষ্ট হয়ে গেছে।)

ঐ ব্যক্তি বলতে লাগলেন: আপনি দেখছেন না যে, আমার **আল্লাহ** আমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? আমি বললাম: দেখবো না কেন, আমি সবই দেখেছি। অতঃপর তিনি বলতে লাগলেন: দেখুন! যদি **আল্লাহ পাক** চাইতেন, তবে আসমান হতে আমার উপর আগুনের বৃষ্টি বর্ষণ করে

আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারতেন, যদি তিনি চাইতেন পাহাড়কে আদেশ দিতেন আর তা আমাকে ধ্বংস করে দিতো, যদি **আল্লাহ পাক** চাইতেন, সমুদ্রকে আদেশ দিতেন, যা আমাকে ডুবিয়ে দিতো অথবা জমিনকে আদেশ দিতেন তবে আমাকে ধ্বসিয়ে দিতো, কিন্তু দেখুন, **আল্লাহ পাক** আমাকে এসব বিপদ থেকে নিরাপদ রেখেছেন, তবে কেনইবা আমি আমার দয়ালূ **প্রতিপালকে**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো না, **তাঁর** প্রশংসা কেনো করবো না এবং সেই **পাক পরওয়ারদিগার**কে কেনো ভালবাসবো না? অতঃপর তিনি আমাকে বলতে লাগলেন: আপনার সাথে আমার একটি কাজ আছে, যদি করেন তবে বড়ই উপকার হয়। অতএব তিনি বললেন: আমার এক ছেলে আছে, সে নামাযের সময় আসে আর আমার প্রয়োজনীয় কাজগুলো করে দেয় অনুরূপভাবে ইফতারের সময়ও আসে, কিন্তু গতকাল থেকে সে আমার নিকট আসেনি। যদি আপনি তার খোঁজ নিয়ে দিতে পারেন, তবে বড়ই উপকার হবে। আমি বললাম: আপনার ছেলেকে অবশ্যই খুঁজবো এবং আমি এই কথা ভাবতে ভাবতে সেখান থেকে ফিরে এলাম যে, যদি আমি এই নেককার বান্দার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে দিই, তবে সম্ভবত সেই নেকীর কারণে আমার মাগফিরাত হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

অতএব আমি তাঁর ছেলের খোঁজে একদিকে বেরিয়ে পড়লাম, চলতে চলতে যখন বালির দু'টি পাহাড়ের মাঝে এসে পৌঁছালাম, তখন সেখানকার দৃশ্য দেখে আমি হঠাৎ থেমে গেলাম। আমি দেখলাম যে, একটি হিংস্র প্রাণী একটি যুবকের শরীরকে ছিড়ে মাংস খাচ্ছে। আমি বুঝে গেলাম যে, এটি ঐ লোকের ছেলে, আমি তার মৃত্যুতে খুবই মর্মাহত হলাম এবং আমি اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيۡهِ رٰجِعُوۡنَ পাঠ করলাম আর সেই লোকটির দিকে এই ভেবে ফিরে এলাম যে, যদি আমি এই দুঃখ-ভারাক্রান্ত ব্যক্তিটিকে তাঁর সন্তানের মৃত্যুর সংবাদটি এখনই শুনিয়ে দিই, তবে তা শুনে হয়তো তিনিও মারা যেতে পারেন, কিভাবে তাঁকে এই দুঃখজনক সংবাদটি জানাবো যে, তিনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন। অতএব আমি তাঁর নিকট গিয়ে সালাম জানালাম। তিনি উত্তর দিলেন, অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই, আপনি কি উত্তর দিবেন? একথা শুনে তিনি বললেন: যদি আমার জানা থাকে তবে اِنۡ شَآءَ الله অবশ্যই উত্তর দিব। আমি বললাম: বলুন তো যে, **আল্লাহ পাকের** নিকট হযরত সায়্যিদুনা আইয়ূব عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মর্যাদা বেশি নাকি আপনার মর্যাদা বেশি? একথা শুনে তিনি উত্তর দিলেন: অবশ্যই হযরত সায়্যিদুনা আইয়ূব عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মর্যাদা

বেশি। অতঃপর আমি বললাম: যখন তাঁর উপর বিপদ আসলো তখন কি তিনি عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সেই বড় বড় বিপদে ধৈর্যধারণ করেছিলেন নাকি করেননি? তিনি বললেন: হযরত সায়্যিদুনা আইয়ূব عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام যথাযথভাবে বিপদে ধৈর্যধারণ করেছেন। একথা শুনে আমি তাঁকে বললাম: অতএব আপনাকেও ধৈর্যধারণ করতে হবে। শুনুন! আপনার যেই ছেলেটির কথা আমাকে বলেছিলেন, তাকে বন্য প্রাণীরা খেয়ে ফেলেছে। এই কথা শুনার পর সেই ব্যক্তি বললেন: সকল প্রশংসা **আল্লাহ পাকের** জন্য, **যিনি** আমার অন্তরে দুনিয়ার দুঃখ প্রদান করেছেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি কান্না করতে লাগলেন এবং কান্না করতে করতে তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করলেন। আমি اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيۡهِ رٰجِعُوۡنَ পাঠ করলাম আর ভাবতে লাগলাম যে, এই নির্জন বনে আমি একা তাঁর কাফন দাফন কীভাবে করবো? ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ এক দিক থেকে ১০/১২ জনের একটি কাফেলা আসতে দেখলাম। আমি তাদেরকে ইশারায় আমার দিকে ডাকলাম তখন তারা নিকটে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কে আর এই মৃত ব্যক্তিটি কে? আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম তখন তারা সেখানেই থেমে গেলো এবং সেই ব্যক্তিকে সমুদ্রের পানি দ্বারা গোসল দিলো এবং তাঁর নিকট যা ছিলো তা দিয়ে তাঁকে

কাফন পরালো অতঃপর আমাকে তাঁর জানাযার নামায পড়াতে বললে আমি তাঁর জানাযার নামায পড়ালাম, অতঃপর আমরা সেই নেককার ব্যক্তিকে তাঁরই তাঁবুতে দাফন করে দিলাম। সেই নূরানী চেহারার বুযুর্গদের কাফেলাটি এক দিকে রওনা হয়ে গেলো, আমি সেখানেই একাকী রয়ে গেলাম, রাত হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু আমার সেখান থেকে চলে আসতে মন চাইছিলো না, আমার সেই ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বুযুর্গের প্রতি ভালবাসা জমে গিয়েছিলো, আমি তাঁর কবরের পাশেই বসে গেলাম, কিছুক্ষণ পর আমার ঘুম এসে গেলো তখন আমি স্বপ্নে এক নূরানী দৃশ্য দেখলাম যে, আমি এবং সেই ব্যক্তি একটি সবুজ গম্বুজে বিদ্যমান এবং তিনি সবুজ পোষাক পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি আমার সেই বন্ধু নন, যাঁর উপর কঠিন বিপদ অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন? তিনি মুচকি হেসে বললেন: হ্যাঁ! আমিই সেই। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি এত মহান মর্যাদা কীভাবে অর্জন করলেন এবং আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করা হয়েছে? একথা শুনে তিনি বলতে লাগলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার **প্রতিপালক** আমাকে ঐ লোকদের সাথে জান্নাতে স্থান দিয়েছেন, যাঁরা বিপদে ধৈর্যধারণ করতো

এবং যখন তাদের কাছে কোন খুশি পৌঁছতো তখন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতো। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি যখনই সেই বুযুর্গ থেকে এই ঘটনাটি শুনলাম, তখন থেকেই আমি বিপদগ্রস্থদের প্রতি খুববেশি ভালবাসা প্রদর্শন করতে লাগলাম। (উয়ুনুল হিকায়াত, ১/১৪৯)

আল্লাহ পাকের দয়া তাঁদের প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

যবাঁ পর শিকওয়ায়ে রঞ্জ ও আলা লায়া নেহী করতে
নবী কে নাম লেওয়া গম সে ঘাবরায়া নেহী করতে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আগত পরীক্ষা সমূহে প্রথম থেকেই ধৈর্যধারন করা অনেক বড় ইবাদত এবং এর তৌফিক সৌভাগ্যবানরাই পেয়ে থাকে, আমরা **আল্লাহ পাকের** দূর্বল বান্দা, আমরা **তাঁর** নিকট পরীক্ষা নয় বরং সর্বাবস্থায় নিরাপত্তা, নিরাপত্তা এবং ব্যস নিরাপত্তারই ভিখারী, বিপদে কাপড় ছিড়ে ফেলা, মাথা এবং মুখে হাত মারা, বুক ছাপড়ানো, চিৎকার চেচামেচি করা এসকল বিষয় হলো হারাম। (ফয়যানে রিয়ায়ুস সালেহিন, ৩২১ পৃষ্ঠা)

মুশকিলোঁ মে মেরে খোদা মেরী হার কদম পর মুয়াওয়ানাত ফরমা
সরফরায অউর সুরখুরু মওলা মুঝ কো তু রোযে আখিরাত ফরমা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ধৈর্য সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ এর তিনটি বাণী

১. তোমাদের অপছন্দনীয় ব্যাপারে ধৈর্যধারন করাতে অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে।

(মুসনাদে লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১/৬৫৯, হাদীস ২৮০৪)

২. যখন আমি আমার কোন বান্দাকে তার শরীর, সম্পদ বা সন্তানের মাধ্যমে পরীক্ষায় লিপ্ত করবো, অতঃপর সে ধৈর্যধারন করে তা সাদরে গ্রহন করলো তবে কিয়ামতের দিন আমার লজ্জা হবে যে, তার জন্য মিযান প্রতিষ্ঠা করতে বা তার আমলনামা খুলতে।

(নওয়াদুল উসুল, ২/৭০০, হাদীস ৯৬৩)

৩. **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: যখন আমি আমার মুমিন বান্দা থেকে তার কোন দুনিয়াবী পছন্দনীয় জিনিস নিয়ে নিই, অতঃপর সে ধৈর্যধারন করে তখন আমার নিকট তার প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(বুখারী, ৪/২২৫, হাদীস ৬৪২৪)

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এই হাদীস

সকল প্রিয় জিনিসের ব্যাপারেই প্রযোজ্য, পিতামাতা, স্ত্রী সন্তান এমনকি হারিয়ে যাওয়া সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি, যে বিষয়েরই ধৈর্যধারন করবে اِنْ شَآءَ الله জান্নাত পাবে। তাই এই হাদীস অনেক বড় সুসংবাদের। (মিরাত, ২/৫০৫)

মুশকিলোঁ মে দেয় সবর কি তৌফিক
আপনে গম মে ফকত ঘুলা ইয়া রব

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাক কোরআনে করীমের ৭০ এর চেয়ে বেশিবার **"ধৈর্য"** শব্দটি উল্লেখ করেছেন, কোরআনে করীমের অনুবাদ ও তাফসীরের কিতাব **"কানযুল ঈমান ও খাযায়িনুল ইরফান"** এর ২১ পৃষ্ঠায় প্রথম পারা সূরা বাকারার ৪৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿۴۵﴾

(পারা ১,সূরা বাকারা, আয়াত ৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো আর নামায অবশ্যই ভারী কিন্তু তাদের জন্য (নয়), যারা আন্তরিকভাবে আমার প্রতি বিনীত হয়।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে লিখেন: অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধৈর্য ও নামাযের সাহায্য প্রার্থনা করো। (তিনি আরো বলেন:) এই আয়াতে বিপদের সময় নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, কেননা এই ইবাদত শারীরিক ও মানসিক উভয়েরই ধারক আর এতে **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য অর্জিত হয়। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্মুখে উপস্থিত হলে নামাযে লিপ্ত হয়ে যেতেন। এই আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, সত্যনিষ্ঠ মুমিনগণ ব্যতীত অন্যান্যদের উপর নামায কঠিন কাজ। (খাযায়িনুল ইরফান, ২১,২২ পৃষ্ঠা)

ধৈর্যের সংজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ধৈর্যের অর্থ হলো **"বাধা দেয়া"**, আর পরিভাষায় সফলতার আশায় বিপদে অস্থির না হওয়াকে ধৈর্য বলে। (তাফসীরে নঈমী, ১/২৯৯) আর পরিপূর্ণ ধৈর্য হলো যে, বিপদগ্রস্তকে অন্যান্যদের মধ্যে চেনা না যাওয়া এবং তাকে দীর্ঘ সময় ধরে অনেক বেশি ইবাদত ও রিয়াযত করে চেনা যেতে পারে। (লুবাবুল ইহইয়া, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

ধৈর্য সৃষ্টি করার পদ্ধতি

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه বলেন: প্রাথমিক বিপদের শুরুতে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা একটি কঠিন কাজ এবং প্রথম আঘাতের সময় নফসকে আয়ত্বে রাখা খুবই কঠিন, এরূপ সময়ে নিজের নফসকে এভাবে বলুন: হে নফস! এই বিপদ তো মাথায় এসে পড়েছে, একে দূর করার কোন অবস্থা ও উপায় নেই এবং **আল্লাহ পাক** এর চেয়েও বড় বড় বিপদ থেকে তোমাকে মুক্তি দিয়েছে, কেননা বিপদাপদ অনেক ধরনের হয়ে থাকে। এই বিপদ এবং কষ্টকেও **আল্লাহ পাক** দূর করে দিবেন, তবে হে নফস! কিছুটা সময় ধৈর্যকে শক্তভাবে আকঁড়ে ধরো, তোমাকে এর প্রতিদান স্বরূপ স্থায়ী আনন্দ এবং অনেক বড় সাওয়াব দান করা হবে। আর বাস্তবতা হলো, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনে কোন বিপদ বিপদ থাকে না, ব্যস তুমি তোমার মুখে "اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡهِ رٰجِعُوۡنَ" পাঠ করে এবং অন্তরকে ঐ বিষয়ের স্মরণে লাগিয়ে দাও, যার বদলে তুমি **আল্লাহ পাকে**র দরবারে প্রতিদান অর্জিত হবে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللّٰه السَّلَام বড় বড় বিপদে ধৈর্যধারন করাকে স্মরণ রাখো।

ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিছুটা সামনে গিয়ে আরো বলেন: যখন তুমি দেখবে যে, **আল্লাহ পাক** তোমার কাছ থেকে দুনিয়াকে প্রতিহত করছেন অথবা তোমার উপর বিপদাপদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন নিশ্চিত হয়ে যাও যে, তুমি **আল্লাহ পাকের** নিকট সম্মানীত ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আর **তিনি** তোমাকে **তাঁর** বন্ধুদের অনুযায়ীই চালাচ্ছেন, নিশ্চয় তুমি **তাঁর** দয়ার দৃষ্টিতে রয়েছো। (মিনহাজুল আবেদীন, ৩০২ পৃষ্ঠা)

বানা দো সবর ও রিযা কা পেয়কর
বনোঁ খোশ আখলাক এ্যয়সা সুরুর
রাহে সদা নরম হি তবিয়ত
নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ধৈর্যের প্রকারভেদ ও বিধান

(১) শরীয়াত যেসকল কাজ নিষেধ করেছে, তা থেকে ধৈর্যধারন করা (বিরত থাকা) ফরয।

(২) অপছন্দনীয় কাজ (যা শরয়ীভাবে গুনাহ নয় তা) থেকে ধৈর্যধারন করা মুস্তাহাব। ✫ কষ্টদায়ক কাজ, যা শরয়ীভাবে নিষেধ তা থেকে ধৈর্যধারন (অর্থাৎ নিরব থাকা) নিষেধ। যেমন; কোন ব্যক্তি বা তার সন্তানের হাত

অন্যায়ভাবে কাটা হলে তবে সেই ব্যক্তির নিরব থাকা এবং ধৈর্যধারন করা নিষেধ, এমনিভাবে যখন কোন ব্যক্তি খারাপ উদ্দেশ্যে তার পরিবারের দিকে অগ্রসর হলে তখন তার আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয় কিন্তু আত্মসম্মানবোধ প্রকাশ করে না এবং পরিবারের সাথে যা কিছু হচ্ছে তাতে ধৈর্যধারন করে আর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাধা দেয় না তবে শরীয়াত এই ধৈর্যকে হারাম করে দিয়েছে। (ইহইয়াউল উলুম, ৪/২০৬)

৯০০ মর্যাদা

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ধৈর্য তিন ধরনের হয়ে থাকে। (১) বিপদে ধৈর্যধারন (২) আনুগত্যে (নেককাজে) ধৈর্য (৩) **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় ধৈর্য। ব্যস, যে ব্যক্তি বিপদে ধৈর্যধারন করলো **আল্লাহ পাক** তার জন্য তিনশত মর্যাদা লিখে দিবেন এবং প্রতিটি মর্যাদার মাঝে আসমান ও জমিনের সমান দূরত্ব হবে। আর যে ব্যক্তি নেকীর উপর ধৈর্যধারন করলো **আল্লাহ পাক** তার জন্য ছয়শত মর্যাদা লিখে দিবেন আর প্রতিটি মর্যাদার মাঝে সপ্তম জমিন থেকে নিয়ে আরশের শেষ পর্যন্ত দূরত্ব হবে। আর যে ব্যক্তি গুনাহ ধৈর্যধারন করলো **আল্লাহ পাক** তার জন্য নয়শত মর্যাদা লিখে দিবেন আর প্রতিটি মর্যাদার

মাঝে সপ্তম জমিন থেকে শুরু করে আরেশের শেষ পর্যন্ত দূরত্ব হবে। (ফয়যানে রিয়াযুস সালেহীন, ৪১৮ পৃষ্ঠা)

কোয়ী ধুতকারে ইয়া ঝাড়ে বলকে মারে সবর কর
মত ঝগড়, মত বুড়বুড়া, পা আজর রব সে সবর কর

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ধৈর্যের ব্যাপারে তিনটি ঘটনা

(১) আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবকিছুর উর্ধ্বে

সাহাবী ইবনে সাহাবী, জান্নাতী ইবনে জান্নাতী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর এক সন্তান অসুস্থ হয়ে গেলো, তখন তিনি এত বেশি কষ্ট পেলেন যে, অনেকে এরূপ বলতে লাগলো: "আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে, এই সন্তানের কারণে তাঁর সাথে খারাপ কিছু না হয়ে যায়।" অতঃপর সেই সন্তান মৃত্যুবরণ করলো। যখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا তার জানাযার সাথে যাচ্ছিলেন তখন খুবই আনন্দিত ছিলেন। তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাওয়া হলে তখন বললেন: "আমার দুঃখ শুধু তার প্রতি মমতার কারণে ছিলো এবং যখন **আল্লাহ পাকের** আদেশ এসে গেলো তখন আমি এতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।" (ইহইয়াউল উলুম, ৫/১৭২)

(২) মোরগ, গাধা ও কুকুর

হযরত সায়্যিদুনা আবু উকাশা মাসরুক কুফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি জঙ্গলে বাস করতো। তার কাছে একটি কুকুর, একটি গাধা ও একটি মোরগ ছিলো। মোরগ পরিবারের সদস্যদের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিতো এবং গাধার পিঠে করে তারা পানি আনতো এবং তাবু ইত্যাদি ছাপতো আর কুকুর তাদের পাহারা দিতো। একদিন শিয়াল এসে মোরগটি ধরে নিয়ে গেলো, পরিবারের লোকজন এতে খুবই ব্যথিত হলো কিন্তু সেই ব্যক্তি নেককার ছিলো, তখন সে বললো: “হতে পারে এতেই আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।” অতঃপর একদিন নেকড়ে এলো আর গাধার পেট ছিড়ে তাকে মেরে ফেললো, এতেও পরিবার ব্যথিত হলো কিন্তু সেই ব্যক্তি বললো: “হয়তো এতে আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।” অতঃপর একদিন কুকুরও মারা গেলো, সেই ব্যক্তি তখনও এমনই বললো: “সম্ভবত এতেই আমাদের কল্যাণ রয়েছে।” কিছুদিন অতিবাহিত হতেই একদিন সকালে তারা জানতে পারলো তাদের আশেপাশের বসতীর সকল লোকদের বন্দি করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র তাদের ঘরই নিরাপদ ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা মাসরুক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: অন্যান্য লোকদের কুকুর, গাধা ও মোরগের আওয়াজের কারণেই

সকলে বন্দি হয়ে গিয়েছিলো। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/১৭৩) (ইমাম গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই ঘটনাটি বর্ণনা করে লিখেন: যারা **আল্লাহ পাকের** গোপন দয়া ও অনুগ্রহ সম্পর্কে জেনে যায়, তারা সর্বদা তাঁর কাজে সন্তুষ্ট থাকে।)

মাসায়িব মে কভী হারফে শেকায়ত লব পে মত লানা
ওহ কর কে মুবতালা বান্দোঁ কে আপনে আজমাতা হে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সবচেয়ে বড় ইবাদত পরায়ণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের এমন এমন ধৈর্যশীল বান্দা ছিলো, যাঁরা বিপদাপদকে এমনভাবে আলিঙ্গন করেছে যে, **আল্লাহ পাকের** নিকট তা দূর হওয়ার দোয়া করাকেও স্বীকৃতি ও সন্তুষ্টির পরিপন্থি মনে করতেন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইল আমিন عَلَيۡهِ السَّلَام কে বললেন: আমি সমস্ত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আবিদকে (অর্থাৎ ইবাদতকারীকে) দেখতে চাই। হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইল আমিন عَلَيۡهِ السَّلَام তাঁকে এমন ব্যক্তির নিকট নিয়ে গেলেন, যার হাত পা কুষ্ঠ রোগের কারণে পচে গলে গিয়েছিলো এবং মুখে বলছিলো, হে **আল্লাহ পাক**! তুমি যতক্ষণ চেয়েছো আমাকে এই সকল অঙ্গ দ্বারা উপকৃত

করেছো এবং যখন চেয়েছো নিয়ে নিয়েছো আর আমার আশার স্থান শুধু তোমার সত্তায় অবশিষ্ট রাখো, হে আমার সৃষ্টিকর্তা! আমার তো উদ্দেশ্য ব্যস তুমিই। হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: হে জিব্রাইল আমিন! আমি আপনাকে নামাযী, রোযাদার ব্যক্তি দেখাতে বলেছিলাম। হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইল আমিন عَلَيۡهِ السَّلَام উত্তর দিলেন: এই বিপদে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সে এমনই ছিলো, এখন আমি এই আদেশ পেয়েছি যে, তার চোখও নিয়ে নেয়ার। অতএব হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইল আমিন عَلَيۡهِ السَّلَام ইশারা করলেন এবং তার চোখ বের হয়ে পড়লো! কিন্তু সেই আবিদ মুখে একই কথা বললো: হে **আল্লাহ পাক**! যতক্ষণ তুমি চেয়েছো এই চোখ দ্বারা আমাকে উপকৃত করেছো আর যখন চেয়েছো তা ফিরিয়ে নিলে। হে **আল্লাহ পাক**! আমার আশার স্থান শুধু তোমার সত্তায় অবশিষ্ট রাখো, হে আমার **সৃষ্টিকর্তা**! আমার তো উদ্দেশ্য ব্যস তুমিই। হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইল আমিন عَلَيۡهِ السَّلَام আবিদকে বললো: এসো আমি এবং তুমি মিলে দোয়া করি যেনো **আল্লাহ পাক** তোমাকে আবারো চোখ এবং হাত পা ফিরিয়ে দেয় এবং তুমি পূর্বের ন্যায় ইবাদত করতে পারো। আবিদ বললো: কখনোই না। হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইল আমিন عَلَيۡهِ السَّلَام বললেন: কেন? আবিদ উত্তর

দিলো: যখন আমার **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এতেই রয়েছে তবে আমি সুস্থতা চাই না। হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: আসলেই আমি অন্য কাউকে এর চেয়ে বড় আবিদ দেখিনি। হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইল আমিন عَلَيۡهِ السَّلَام বললেন: এটাই হলো সেই পথ, **আল্লাহর** সন্তুষ্টি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াতে এর চেয়ে উত্তম কোন পথ নেই।

(রউযুর রিয়াহীন, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

জে সুহনা মেরে দুখ ভিচ রাজি মে সুখ নুঁ চুল্লে পাওঁয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ধৈর্যশীল এমনই হওয়া চাই! এমন কোন বিপদ নেই, যা ঐ বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট বিদ্যমান ছিলো না, এমনকি অবশেষে চোখের প্রদীপও নিভিয়ে দেয়া হলো কিন্তু তাঁর ধৈর্য ও অটলতায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসেনি, তিনি "**আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট**" এর ঐ মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন যে, **আল্লাহ পাকের** নিকট আরোগ্য প্রার্থনা করতেও প্রস্তুত ছিলেন না যে, যখন **আল্লাহ পাক** অসুস্থ করাকে মঞ্জুর করেছেন তখন আমি সুস্থতা চাই না।

سُبۡحٰنَ الله! এটা তাদেরই অংশ ছিলো। এরূপ **আল্লাহ** ওয়ালাদের প্রবাদ হলো: نَحۡنُ نَفۡرَحُ بِالۡبَلَاءِ کَمَا یَفۡرَحُ اَهۡلُ الدُّنۡیَا بِالنِّعَمِ অর্থাৎ আমরা বিপদাপদ আসাতে তেমনই খুশি হই, যেমন

দুনিয়াবাসী দুনিয়াবী নেয়ামত আসাতে খুশি হয়ে থাকে। **মনে রাখবেন!** বিপদাপদ অনেক সময় মুমিনের হকে রহমত হয়ে আসে এবং ধৈর্যধারন করে মহান প্রতিদান অর্জন ও বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে।

একটি কাঁটার কারণে ধৈর্যধারনের প্রতিদান

সাহাবী ইবনে সাহাবী, জান্নাতী ইবনে জান্নাতী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তির সম্পদ বা প্রাণের উপর বিপদ আসলো অতঃপর সে তা গোপন রাখলো এবং মানুষের কাছে প্রকাশ করলো না তবে **আল্লাহ পাকের** উপর হক যে, তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দেয়া। (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, ১০/৪৫০, হাদীস ১৭৮৭২) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: মুসলমানের রোগ, দুঃখ, চিন্তা, কষ্ট এবং বেদনার মধ্যে যেই বিপদ আসুক না কেন, এমনকি কাঁটাও যদি বিদ্ধ হয় তবে **আল্লাহ পাক** তা তার গুনাহের কাফফারা বানিয়ে দেন।

(সহীহ বুখারী, ৪/৩, হাদীস ৫৬৪১)

আমাদের পরীক্ষা করা হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক কুরআনে পাকের ২য় পারা সূরা বাকারার ১৫৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ بِشَیۡءٍ مِّنَ الۡخَوۡفِ وَالۡجُوۡعِ وَنَقۡصٍ مِّنَ الۡاَمۡوَالِ وَالۡاَنۡفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِیۡنَ ﴿۱۵۵﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ঘাটতি দ্বারা আর সুসংবাদ শুনান ঐসকল ধৈর্যধারন কারীদেরকে।

চুপ কর সীঁ তাঁ মুতি মিলসন, সবর করে তাঁ হীরে
পাগলাঁ ওয়াঙ্গোঁ রুলা পাভেঁ নাঁ মুতি না হীরে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিচ্ছুর দংশনে ধৈর্যধারন

সিলসীয়ায়ে আত্তারীয়া কাদেরীয়ার মহান বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা সিররি সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে ধৈর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি ধৈর্য সম্পর্কে বয়ান শুরু করে দিলেন। এমন সময় একটি বিচ্ছু তাঁর পায়ে লাগাতার দংশন করতে লাগলো কিন্তু তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শান্ত রইলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এই বিষাক্ত বিচ্ছুটিকে তাড়িয়ে দেননি কেন? বললেন: আমার **আল্লাহ পাকের** প্রতি লজ্জা অনুভব হচ্ছিলো যে, আমি ধৈর্যের বয়ান করছি কিন্তু নিজে ধৈর্যধারন করছি না। (ইহইয়াউল উলুম, ৪/২১৫)

ধৈর্যধারনকারীদের সর্দার

জান্নাতী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত: হযরত সায়্যিদুনা আইয়ুব عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কিয়ামতের দিন ধৈর্যধারনকারীদের সর্দার হবেন। (ইবনে আসাকির, ১০/৬৬)

রিযিকের ব্যাপারে ধৈর্য

ইমাম গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর মুবারক জীবনের সর্বশেষ কিতাব **"মিনহাজুল আবেদীন"** এ বলেন: (**আল্লাহ পাকের** ইবাদত থেকে বিরত থাকা সৃষ্টির জন্য) সবচেয়ে বড় বাধা হলো **"রিযিক"** এর প্রতিবন্ধকতা, লোকেরা এর জন্য নিজেদেরকে ক্লান্ত করে দিচ্ছে, এর চিন্তা মনে এমনভাবে গেঁথে গেছে যে, নিজের জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে এবং এর কারণে বড় বড় গুনাহ করতেও দ্বিধা করছেনা, রিযিকের চিন্তা সৃষ্টিকে **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর** ইবাদত থেকে দূর করে দুনিয়া এবং সৃষ্টির খেদমতে লাগিয়ে দিয়েছে, সুতরাং দুনিয়ায় তারা উদাসীনতা, ক্ষতি, অপমান এবং অপদস্থতায় জীবন অতিবাহিত করছে আর আখিরাতের দিকে খালি হাতে চলে যাচ্ছে, যদি **আল্লাহ পাক তাঁর** অনুগ্রহে দয়া না করেন তবে সেখানে তাদের হিসাব ও আযাবের সম্মুখিন হতে হবে।

ভাবুন তো যে, **আল্লাহ পাক** রিযিক সম্পর্কে কয়টি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন এবং রিযিক দেয়া সম্পর্কে কত বেশি নিজের ওয়াদা, শপথ এবং জামানতের উল্লেখ করেছেন, এসবের পরও যেসকল মানুষ নেকীর পথ অবলম্বন করে না আর সন্তুষ্টও হয়না বরং তারা রিযিকের কারণে মত্ত অবস্থায় রয়েছে এবং তারা এই চিন্তায় অস্থির যে, হয়তো সকাল বা রাতের খাবার চলে যাবে না তো। (মিনহাজুল আবেদীন, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

হে সবর তু খাযানা ফিরদাউস ভাইয়ো!
শিকওয়া না আশিকোঁ কি যবানোঁ পে আ'সাকে

ধৈর্যের উচ্চ স্তর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ধৈর্যের উচ্চ স্তর হলো, মানুষের পক্ষ থেকে আসা কষ্টে ধৈর্যধারন করা। **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো, যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তাকে দান করো এবং যে তোমার প্রতি অত্যাচার করে তাকে ক্ষমা করে দাও।" আর হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বলেন: "আমি তোমাদের বলছি যে, মন্দের বদলা মন্দ দ্বারা দিও না।

(ইহইয়াউল উলুম, ৪/২১৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ধৈর্য একটি তিক্ত ঔষধ ও অপছন্দনীয় চুমুক, কিন্তু খুবই বরকতময় জিনিস, এটি উপকারী বিষয়কে নিয়ে আসে এবং ক্ষতিকর জিনিসকে তোমাদের কাছে থেকে দূর করে দেয় আর যখন ঔষধ এমন উপকারী হয় তবে বুদ্ধিমান মানুষ জোর করে তা পান করে নেয় আর এর তিক্ততাকে সহ্য করে আর বলে: তিক্ততা হলো কিছুক্ষণের জন্য আর প্রশান্তি হলো বছর জুড়ে। (অনুরূপভাবে) যখন **আল্লাহ পাক** কোন সময় তোমার প্রতি দুনিয়া বা রিযিক আটকে দেয় তখন তুমি বলো: হে নফস! **আল্লাহ পাক** তোমার সম্পর্কে তোমার চেয়ে বেশি জানে এবং তিনি তোমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়ালূও, যখন **তিনি** কুকুরকে নিকৃষ্ট হওয়ার পরও রিযিক দেন বরং কাফেরদেরকে **তাঁর** শত্রু হওয়ার পরও খাওয়ায় তবে আমি তো **তাঁর** বান্দা, **তাঁর** পরিচয় লাভকারী এবং **তাঁকে** এক মান্যকারী, তবে **তিনি** কি আমাকে একটি রুটিও দিতে পারেন না? হে নফস! ভালভাবে জেনে নাও যে, **তিনি** তোমার কাছ থেকে রিযিককে কোন বড় উপকারের জন্য আটকে রেখেছেন এবং অতিশীঘ্রই **আল্লাহ পাক** অভাবের পর সহজতা প্রদান করবেন, ব্যস একটু ধৈর্যধারন করে নাও, অতঃপর তাঁর আলিশান কুদরতের আশ্চর্য বিষয়াবলী দেখবে।

www.dawateislami.net

ওহ কেহ আ'ফত মে মুবতালা হে
জু গ্রেফতারে রঞ্জ ও বালা হে
ফযল সে উন কো সবর ও রিযা কি
মেরে মওলা তু খয়রাত দেয় দেয়

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যুর দোয়া করা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেকে বিপদে পড়লে মৃত্যুর দোয়া করতে থাকে বরং অনেক মূর্খ ঋণদাতার বারবার তাগাদা দেয়া বা দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনকারী শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ফেল হলে অথবা ব্যবসায় অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেলে কিংবা পছন্দনীয় জায়গায় বিবাহ না হওয়ার কারণে আত্মহত্যা করে বসে, সাবধান কখনোই এই গুনাহের দিকে যাবেন না, মনে রাখবেন! আত্মহত্যা করা কবীরা গুনাহ এবং হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ, আত্মহত্যাকারী হয়তো এরূপ মনে করে যে, আমি প্রাণে বেঁচে যাবো! অথচ সে প্রাণে বাঁচার পরিবর্তে **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি অবস্থায় খুবই খারাপভাবে ফেঁসে যায়। **আল্লাহর** শপথ! আত্মহত্যার আযাব সহ্য করা যাবে না। **আল্লাহর** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্যধারন করুন এবং প্রতিদান অর্জন করুন। আর হ্যাঁ! বিপদাপদে অধৈর্য হয়ে মৃত্যু কামনা করা নিষেধ। হ্যাঁ! তবে **আল্লাহ**

পাকের সাথে সাক্ষাত, নেককার বান্দাদের সাথে মিলিত হওয়ার আগ্রহে দ্বীনি ক্ষতি বা ফিতনায় পড়ার ভয়ে মৃত্যু কামনা করা জায়িয।

মৃত্যুর দোয়া কখন করা যাবে?

আলা হযরতের সম্মানিত পিতা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী নকী আলী খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যখন দ্বীনের মধ্যে ফিতনা দেখবে তখন নিজের মৃত্যুর দোয়া করা জায়িয। (ফাযায়িলে দোয়া, ১৮২ পৃষ্ঠা)

"বাহারে শরীয়াত" এর লিখক হযরত মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: মৃত্যু কামনা করা এবং এর দোয়া করা মাকরূহ, আর কোন দুনিয়াবী কষ্টের কারণে হয়, যেমন; অভাবে দিন কাটছে বা শত্রুতার সম্ভাবনা, সম্পদ চলে যাওয়ার ভয় এবং যদি এই বিষয় না হয় বরং লোকের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেছে, তার সন্দেহ যে, গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে তবে মৃত্যু কামনা মাকরূহ নয়। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৬৫৮) হাদীস পাকে বর্ণিত রয়েছে: তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যু কামনা করবে না, কিন্তু যদি নেকী করার প্রতি আস্থা না রাখো। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বর্ণিত: اِذَا اَرَدْتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَا قْبِضْنِیْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنَ অর্থাৎ হে

আল্লাহ পাক! যখন তুমি কোন গোত্রের প্রতি আযাব ও পথভ্রষ্টতার ইচ্ছা পোষণ করবে তখন (তাদের মন্দ আমলের কারণে) আমাকে ফিতনা ব্যতীত তোমার নিকট উঠিয়ে নাও।

(সুনানে তিরমিযী, ৫/১৬১, হাদীস ৩২৪৬)

আল্লাহ! ইস সে পেহলে ঈমাঁ পে মউত দেয় দেয়
নুকসাঁ মেরে সবব সে হো সুন্নাতে নবী কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

আল্লাহ পাকের রাস্তায় মাথা ব্যথার উপর ধৈর্যধারণ করার ফযিলত

আল্লাহ্ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আল্লাহ্ পাকের রাস্তায় মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হয় আর এর উপর ধৈর্যধারণ করে, তবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(মুসনাদুল বাযযার, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৩৭)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে, এম, ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০০৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net